অন্তরের রোগ

বই	অন্তরের রোগ - ২য় খণ্ড
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	হাসান মাসরুর ও আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

অন্তরের রোগ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

অন্তরের রোগ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৩৯ হিজরী / জুলাই ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
sijdah.com
wafilife.com
amaderboi.com

নির্ধারিত মূল্য : ২৮০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

অন্তরের রোগ: প্রেমাসক্তি / ৭
অন্তরের রোগ: গাফিলতি / ৫৭
অন্তরের রোগ: ঝগড়া-বিবাদ / ১০৭
অন্তরের রোগ: অহংকার / ১৬৩
অন্তরের রোগ: নেতৃত্বের লোভ / ২২৭

অন্তরের রোগ: প্রেমাসক্তি

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা ১১
প্রেমাসক্তির পরিচয় ১৩
প্রেমাসক্তির প্রকার ১৪
প্রেমাসক্তির লক্ষণ ১৮
প্রেমাসক্তি স্নেহাপ্রণোদিত নাকি অনিচ্ছাপ্রসূত? ১৮
প্রেমাসক্তির বিপদ ২০
প্রেমাসক্তির নেতিবাচকতা ও ক্ষতির কিছু উদাহরণ ২০
প্রেমাসক্তির কারণসমূহ ৩৭
প্রেমাসক্তি থেকে রক্ষার উপায় ৪২
প্রেমাসক্তির চিকিৎসা ৪৪
পরিশিষ্ট ৫২
নিজের মেধা যাচাই কর ৫৬

প্রারম্ভিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সুস্থ অন্তর একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারাই পূর্ণ স্বাদ ও প্রকৃত আনন্দ লাভ করে। এমন অন্তর আল্লাহর পছন্দনীয় মাধ্যমগুলোতে তাঁর নৈকট্য কামনা করে এবং তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়গুলো বর্জন করে।

এ ভালোবাসা তাওহীদের কালেমা, তাওহীদের সাক্ষ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত অর্থ। এ ভালোবাসা ইবরাহীম আ. এর আদর্শ, সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ।

এমন সুস্থ অন্তরকে ধ্বংসের মুখে নিপতিতকারী, আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে প্রসারণকারী রোগের নাম ইশক বা প্রেমাসক্তি। এ রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়, কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, রোগীকে গোমরাহির পথে নিয়ে ছাড়ে, হিদায়াত থেকে বিচ্যুত করে পথভ্রষ্ট বানিয়ে ফেলে।

এ রোগের ফলে অন্তরে লাঞ্ছনা সৃষ্টি হয়। তাতে জং পড়ে যায়। এটি দুনিয়াতে অপমান এবং আখিরাতের আযাব টেনে আনে।

এ রোগ সাথে নিয়ে যায় বহু প্রাণ। এতে নেই কোনো আরামবোধ। বরং তা উত্তাল সমুদ্রের ন্যায়। যে-ই তাতে পড়ে, সে ডুবে যায় অতল গহ্বরে। কেননা, কূলে ওঠার তার কোনো উপায় থাকে না।

প্রেমাসক্তি কী? তার প্রকারভেদ? এটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নাকি অনিচ্ছাপ্রসূত? এ ধরনের বহু প্রশ্নের জবাব এ পুস্তিকায় তুলে ধরা হবে।

তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলব না; যারা এ পুস্তিকাটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে, এটিকে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে দাঁড় করাতে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে উত্তম ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করেন। আমাদেরকে সঠিক ও সফলতার পথে পরিচালিত করেন। তিনি তো সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রেমাসক্তির পরিচয়

العشق মূল অক্ষর— العين، والشين، والقاف । আভিধানিক অর্থে ভালোবাসার সীমা অতিক্রম করাকে প্রেমাসক্তি বলে।[১]

ইবনে মানজুর বলেন, ভালোবাসায় বাড়াবাড়ির নাম হলো ইশক বা প্রেমাসক্তি। এভাবেও বলা হয়, প্রেমাস্পদ নিয়ে প্রেমিকের দম্ভ-অহমিকার নাম প্রেমাসক্তি।[২]

عشق কে عشق নামকরণের কারণ হলো, প্রবৃত্তির প্রবল কষাঘাতে অন্তর শুকিয়ে যায়। যেমনিভাবে العشقة গাছ যখন কাটা হয়, তখন সবুজ এ গাছটি মারা যায়, এবং তা হলুদ রঙ ধারণ করে বিবর্ণ হয়ে যায়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, জ্ঞাত যে, আরবি ভাষায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ শব্দটি বিবাহ সম্বন্ধীয় বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোনো মানুষ স্বাদ উপভোগের জন্য কোনো নারী বা বালককে ভালোবাসে। সুতরাং এমন ব্যবহার মনঃপূত নয় যে, এ শব্দটি কোনো মানুষের সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বাসস্থান, সম্পদ, দীন অথবা অন্য কোনো বিষয়কে মহব্বত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে পারে। এ ছাড়া ভিন্নরূপে এ শব্দটি কোনো ব্যক্তির ইলম, দীন, বীরত্ব, সম্মান, দয়াপ্রদর্শনসহ অন্যান্য সৎগুণের ক্ষেত্রেও ব্যবহার উপযোগী নয়।

বরং এ শব্দের প্রসিদ্ধ প্রয়োগ হলো তা বিবাহ ও বিবাহের আনুষঙ্গিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। তাই আশেক বা প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তার কথা শুনে অথবা সরাসরি তাকে চুম্বন, স্পর্শ, আলিঙ্গন করে অথবা সহবাসের মাধ্যমে স্বাদ উপভোগ করে।[৩]

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কথার ওপর দুটি প্রাসঙ্গিক ফায়দা:

প্রথমত: বান্দা এবং প্রভুর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইশক বা প্রেম শব্দটি ব্যবহার করা কখনোই বৈধ নয়। এমন ব্যবহার করে বিকৃতকারী সূফী ও মুলহিদরা, যেমন ইবনে আরাবী, ইবনে সাবয়ীনসহ প্রমুখ ব্যক্তিরা; যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে

---

১. মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ: ৪/২৬২
২. লিসানুল আরব: ১০/২৫১
৩. কায়িদাতুন ফিল মাহাব্বাহ: ৫৪-৫৫

কথা বলে যায়। তারা বলে— ইশক, আশেক, মাশুক অর্থাৎ প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ সবই এক জিনিস। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির সাথে মিশে আছেন। সুতরাং সৃষ্টি ও স্রষ্টা সবই এক। মহান আল্লাহ তাদের এসব কথা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

দ্বিতীয়ত: এমন কথা বলা যাবে না যে, অমুক অমুক আলেমকে প্রেম করে। অমুকের ইলম, চরিত্র, দীনদারী দেখে আমি তার প্রেমে পড়েছি। এমন পরিভাষা ব্যবহারিক দিক থেকে অনুপযুক্ত। কেননা, ইশক বা প্রেম প্রবৃত্তি ও আসক্তির সাথে যুক্ত, লালসা ও কামুকতার সাথে সম্পৃক্ত।

প্রেমাসক্তির প্রকার

প্রেম দুতরফা সংঘটিত হয়। একদিকে প্রেমিক, অন্যদিকে প্রেমিকা। প্রত্যেকে একে অপরের প্রেমে মগ্ন থাকে। তবে কখনো কখনো প্রেম এক তরফাও হয়।

ইতিহাসে দুতরফা প্রেমের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন, কায়স ও লায়লা, আনতারা ও আবালাহ, জামিল ও বাসিনাহ, কুসাইয়ির ও ইযযাসহ আরও অনেকে। এদের মাঝে দুদিক থেকেই ছিল প্রেমের উষ্ণতা। দুদিক থেকেই ছিল প্রেমের দহন ও যন্ত্রণা। যেমন প্রকাশ পেয়েছে কবির ভাষায়:

عَيْنَاكِ شَاهِدَتَانِ أَنَّكِ مِنْ *** حَرِّ الْهَوَى تَجِدِينَ مَا أَجِدُ

بِكِ مَا بِنَا لَكِنْ عَلَى مَضَضٍ *** تَتَجَلَّدِينَ وَمَا بِنَا جَلَدُ

'তোমার দুচোখ সাক্ষ্য দিচ্ছে,
জ্বলছি আমি যেমন তুমিও তেমন প্রেমের দহনে
তুমি ও আমি একইভাবে,
অনবরত জর্জরিত হচ্ছি প্রেমের কষাঘাতে।'[৪]

এক তরফা প্রেমের উদাহরণ হাদীসে নববীতেই রয়েছে। এ ঘটনাটি বারীরাহ রাযি. এর সাথে তাঁর স্বামী মুগীছ রাযি. এর। বারীরাহ ছিলেন দাসী। যখন তিনি আজাদ হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বামীর সাথে অথবা তার

৪. রওযাতুল মুহিব্বীন: ৭৮

থেকে পৃথক হওয়ার স্বাধীনতা দিলেন। তিনি পৃথক হওয়াকে পছন্দ করলেন। আর শরীয়তে নারীর অধিকার রয়েছে যে, যদি স্ত্রী আজাদ হয়ে যায় এবং তার স্বামী গোলাম অবস্থায় থাকে; তবে তার বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে— সে কি পূর্বের বিবাহ বন্ধনে থাকবে, না তা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু মুগীছ রাযি. বারীরাহ রাযি. কে খুব ভালোবাসতেন। যখন বারীরাহ পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তিনি এ বিচ্ছেদের কারণে অনেক প্রভাবিত হলেন।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ، أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَاجَعْتِهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ، قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ

"যেন আমি এখনো দেখছি, মুগীছ কাঁদতে কাঁদতে বারীরাহ'র পেছনে চলছে। মুগীছের চোখের পানি তার দাঁড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আব্বাসকে বললেন, হে আব্বাস! তুমি কী মুগীছের ভালোবাসা দেখে আর তার প্রতি বারীরাহ'র ঘৃণা দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাহকে বললেন, যদি তুমি তার (মুগীছের) নিকট ফিরে যেতে। বারীরাহ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে (ফিরে যাওয়ার) আদেশ করছেন? তিনি বললেন, না। আমি শুধু সুপারিশ করছি। বারীরাহ রাযি. বললেন, তাহলে তা আমার প্রয়োজন নেই।"[৫]

এ প্রেম এমন দুসত্তার মাঝে হয়েছে যারা স্বামী-স্ত্রী, এমনটা তো বৈধ। কিন্তু কখনো কখনো প্রেম এমন দুতরফ থেকে হয়, যা কোনো মতেই বৈধ নয়। যেমন, আমরা বর্তমান সমাজে এ ধরনের হারাম প্রেম-ভালোবাসার বহু উদাহরণ দেখছি।

৫. সহীহ বুখারী: ৫২৮৩

দিক বিবেচনায় প্রেম চার প্রকার:

প্রথম প্রকার: নারীর প্রেমে পুরুষ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়টি এমনই ঘটে থাকে। যদি আমরা এ প্রকার প্রেমের হালাল রূপটির কথা বলি, তবে তা হলো, বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমময় সম্পর্ক। অথবা উপপত্নী গ্রহণের ভিত্তিতে মনিব ও দাসীর সম্পর্ক। যদি এমন সম্পর্কের কারণে কোনো হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার বা কোনো ইবাদত-বন্দেগী ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে; তবে এমন প্রেমের সম্পর্ক হালালের পর্যায়ে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার: পুরুষের প্রেমে মহিলা

পূর্বের প্রকারের মতো এ প্রকারেও কিছু হালাল ও জায়েয রূপ রয়েছে। আবার রয়েছে কিছু হারাম রূপ। হারাম রূপ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মিসরের বাদশার স্ত্রী কর্তৃক ইউসুফ আ. এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ আ. ছিলেন নিষ্কলুষ, তিনি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করেছিলেন। অন্যদিকে মিসরের বাদশার স্ত্রী ছিল প্রেমে মত্ত, সে ইউসুফ আ. এর পেছনে লেগে ছিল, তাঁকে হারাম কাজে প্রবৃত্ত করার জন্য লালায়িত ছিল।

মহিলাটির পক্ষ থেকে জোরালো আহ্বান সত্ত্বেও আল্লাহ ইউসুফ আ. কে দৃঢ় রাখলেন। ইউসুফ আ. এর মাঝে মহিলার প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ ছিল। যেমন আকর্ষণ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নারী-পুরুষের মাঝে দিয়ে থাকেন। তাঁর মাঝে তেমনই আকৃষ্ট হওয়ার কথা ছিল যেমন নাকি সাধারণ পুরুষের হয়ে থাকে। এ ছাড়া তিনি ছিলেন যুবক, অবিবাহিত। অপরিচিত এক দেশে। অন্যদিকে মহিলাটি ছিল মর্যাদা ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী। মহিলার পক্ষ থেকে কোনো নিষেধ নেই, কোনো অস্বীকার নেই। বরং মহিলা-ই তাকে এমন কাজে আহ্বান করছে। ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতাও সরে গেছে। ইউসুফ আ. তার বাড়িতে, তার অধীনে। দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ঐ মহিলার সামনে একজন দাস মাত্র। ফলে তাঁর অপমানের কোনো ভয় নেই। তিনি শুধু মহিলার ঘরে প্রবেশ করবেন এবং কাজের আদেশ পালন করে বেরিয়ে আসবেন। তা ছাড়া শহরের অন্য মহিলাদের দিয়েও মহিলাটি ইউসুফ আ. এর বিরুদ্ধে সাহায্য নিয়েছে। তিনি যদি মহিলার এ নাপাক আহ্বানে সাড়া না দেন; তাহলে তাঁকে অপমান ও জেলের হুমকি দিয়েছে।

এতদসত্ত্বেও ইউসুফ আ. আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিলেন। ব্যভিচারের চেয়ে কারাগারে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন। তিনি বলে ওঠলেন—

﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾

"হে আমার পালনকর্তা! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আপনি যদি আমাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা না করেন; তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[৬]

তৃতীয় প্রকার: পুরুষের প্রেমে পুরুষ

এ প্রকারের প্রেম আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দিত। এটা আল্লাহর গযব ও অসন্তুষ্টির কারণ। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিগ্রস্ততার জন্য এ ধরনের প্রেম সর্বাধিক মারাত্মক।

এ প্রেম সংঘটিত হয় পুরুষের জন্য পুরুষের মাঝে। যেমন কওমে লূতের নাপাক কার্য। যারা পুরুষে পুরুষে এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহর আযাব পতিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ প্রেমকে নেশা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

"আপনার জীবনের শপথ! ওরা তো আপন নেশায় মত্ত ছিল।"[৭]

এমন কাজ স্বভাব বিরুদ্ধ, স্বাভাবিক স্বভাবের বিকৃতি বৈ কিছুই নয়।

চতুর্থ প্রকার: মহিলার প্রেমে মহিলা:

এ প্রকারও আগের প্রকারেরই মতো। অপরাধ, ঘৃণা, হীনতা, নিকৃষ্টতায় এ প্রকার আগের প্রকারের মতো একই সমান। এক গবেষণায় জানা গেছে, এমন

৬. সূরা ইউসুফ: ৩৩
৭. সূরা হিজর: ৭২

ঘৃণ্য কর্মের প্রসারের কারণ হলো, সংশ্রব ও নিকৃষ্ট মুগ্ধতা। এমন কাজ ভয়ংকর বিশৃঙ্খলার উদ্ভাবক। নিকৃষ্ট চরিত্রের দ্বার উন্মুক্তকারী।

প্রেমাসক্তির লক্ষণ

প্রেমাসক্তির কয়েকটি লক্ষণ হলো:

০১. এমন সম্পর্ক লুকোনোর চেষ্টা এবং গোপন রাখতে বলা।

০২. প্রেমাস্পদের সাথে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা।

০৩. অন্যদের নিকট উভয়পক্ষই তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

০৪. এমন কথার মাধ্যমে প্রেমাস্পদের আলোচনা করা, যা দ্বারা প্রেম ও এমন সম্পর্কের আতিশয্য বোঝা যায়।

০৫. একে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া এং তৃতীয়জনের হস্তক্ষেপে অধৈর্য হওয়া।

০৬. প্রেমাস্পদ যা কিছুই করুক না কেন, চাই তা অন্যায় হোক বা গুনাহ— তার মর্জি ও কাজকে গ্রহণ করা।

০৭. বেশি বেশি মেলামেশা এবং একাকী থাকতে পছন্দ করা।

প্রেমাসক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নাকি অনিচ্ছাপ্রসূত ?

অনেক প্রেমাসক্তের মুখেই আমরা প্রেমাসক্তি রোগের ব্যাপারে শুনে থাকি, তারা প্রেমাস্পদকে ছাড়তে সক্ষম নন। প্রেমাস্পদকে ছাড়ার চাইতে তাদের কাছে মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়াই অধিক সহজ। এখানে এসে একটি প্রশ্ন মনের মাঝে উদয় হয়, প্রেম কি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না অনিচ্ছাপ্রসূত?

পূর্বকাল থেকেই প্রেমাক্রান্ত রোগীরা নিজেদেরকে ওযরগ্রস্ত প্রমাণ করে বলে, প্রেম অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়ে যায়। প্রেমের ব্যাপারে নিজের ওপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিছুই করার থাকে না। এ ব্যাপারে জনৈক কবি বলেন—

يَلُومُونَنِي فِي حُبِّ سَلْمَى كَأَنَّمَا *** يَرَوْنَ الهَوَى شَيْئًا تَيَمَّمْتُه عَمْدًا

أَلَا إِنَّمَا الحُبُّ الَّذِي صَدَعَ الحَشَا *** قَضَاءٌ مِنَ الرَّحْمَنِ يَبلُو بِهِ العَبْدا

'লোকেরা আমায় বলে সালমার প্রেমে আমি পড়েছি
ইচ্ছা করেই এভাবে আমি আকৃষ্ট হয়েছি।
হায়রে তোরা বুঝলি কী!
হৃদয় ভেদকারী এ ভালোবাসা প্রভুর সিদ্ধান্ত।
যা দ্বারা প্রত্যেক বান্দা হয় পরীক্ষিত।'[৮]

তাদের প্রেম-বয়ানের মূল কথা হলো, প্রেম নির্ধারিত, অপরিবর্তিত। এটা আল্লাহর হাতে, সৃষ্টির হাতে নয়।

প্রেমের সত্যিকার তত্ত্ব সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম রহ.-সহ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম বলেন, প্রেমে পড়ার প্রাথমিক ভিত্তি ও মৌলিক কারণগুলো ঐচ্ছিক। এগুলো সামর্থ্যের ভেতরে। প্রেমরোগী প্রেমাস্পদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে, প্রেমাস্পদের চিন্তায় বিভোর হয়ে, প্রেম-রোগকে গ্রহণ করে এ সর্বনাশা প্রেমে পড়ে। প্রেমরোগী থেকে উদ্ভূত এ সকল কারণই এমন কর্মের জন্য দায়ী। যেমন বলা হয়—

تَوَلَّعَ بِالعِشْقِ حَتَّى عَشِقْ *** فَلَمَّا اسْتَقَلَّ بِه لَمْ يُطِقْ

رَأَى لُجَّةً ظَنَّهَا مَوْجَةً *** فَلَمَّا تَمَكَّنَ مِنْهَا غَرِقْ

تَمَنَّى الإِقَالَةَ مِنْ ذَنْبِه *** فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا وَلَمْ يَسْتَطِقْ

"প্রেমে অনুরক্ত হয়ে প্রেমে পড়ে গেল,
যখন প্রেমে নির্ভর করল, বের হতে অসমর্থ হলো।
গভীর সমুদ্র দেখে ভেবেছিল—
এত সামান্য তরঙ্গ মাত্র।
যখন অবতরণ করল, তলিয়েই যেতে লাগল।
এমন গুনাহ পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করল,
কিন্তু না সক্ষম হলো, না সমর্থ হলো।"[৯]

৮. রওযাতুল মুহিব্বীন: ১৪২
৯. যাম্মুল হাওয়া: ৫৮৬

প্রেমকে মদের সাথে তুলনা দেওয়া যায়। মদ খাওয়ার ক্ষেত্রে মদ্যপের প্রথম পদক্ষেপ নিজ ইচ্ছাধীন থাকে। কিন্তু এরপরে যখন তার আকল লোপ পেয়ে যায়, তখন মদ খাওয়া অনিচ্ছাপ্রসূত হয়ে পড়ে। যেহেতু এতে লিপ্ত হওয়া তার ইচ্ছাধীন। তাই পরবর্তিতে এমন অনিচ্ছাপ্রসূত হলেও তাকে অপারগ বলা যায় না।

অন্যদিকে প্রেমাস্পদের প্রতি একটানা তাকিয়ে থাকা, সারাক্ষণ তার সম্পর্কে ভাবতে থাকার কারণে প্রেমিকের মন আকৃষ্ট হয়। অনুরক্ত হয়। অন্তর প্রেমাস্পদের সাথেই ঝুলে যায়। তারপর এক সময় প্রেমে পড়া হয়। এ প্রক্রিয়া ইচ্ছাধীন। এমনটা প্রশংসনীয় তো নয়ই। উল্টো তা নিন্দনীয়, নিকৃষ্ট।

প্রেমাসক্তির বিপদ

অনেক প্রেমরোগী-ই দাবি করে, প্রেম মানুষকে উচ্চতায় পৌঁছায়। আত্মাকে উন্নত করে। যার ফলে প্রেমের মাঝে সবকিছু ইতিবাচক হয়ে যায়। কিন্তু সত্য বচন হলো, প্রেমের মাঝে ইতিবাচক বিষয়ের চেয়ে নেতিবাচক বিষয়ই প্রবল।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, প্রেম জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে। চরিত্র ও দীনের মাঝে বিকৃতি ঘটায়। দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ব্যাহত করে। প্রেমের মাঝে প্রশংসনীয় বস্তু খুব কমই আছে। বিভিন্ন জাতির অবস্থা দেখে, নানান মানুষের নানান কাহিনী শুনে এ বিষয়ে জানা যায় ও সত্যাসত্য নির্ণীত হয়। এর স্বরূপ বোঝার জন্য পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় না। যে ব্যক্তি এমন কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করল বা পর্যবেক্ষণ করল, সে উপযোগিতা লাভ করল। ফলে কখনো এমন প্রেম পাওয়া যায় না, যার মাঝে ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি আছে।[১০]

প্রেমাসক্তির নেতিবাচকতা ও ক্ষতির কিছু উদাহরণ

০১. প্রেম কখনো কখনো কুফরিতে নিপতিত করে:

প্রেম সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, প্রেম কয়েক প্রকারের। কখনো তা কুফরিতে গিয়েও পৌঁছে। যেমন, কেউ তার প্রেমাস্পদকে এমনভাবে গ্রহণ করল, সে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসে একই সমান প্রেমাস্পদের প্রতিও ভালোবাসা

১০. আল-ইস্তিকামাহ: ১/৪৫৯